Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৩ ইং 27th July 1966 { ১১শ সংখ্যা।

রঘুনাথগঞ্জ শাখার
শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে
মাত্র ৬০৲ টাকায় রেডিও

বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়

ইলেকট্রনিকের সকল রকম
ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের
১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত
১০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত
বিশেষ কনশেসন
ধনরাজ পিপাড়া
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
বিপুলতা আধার।
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান
সুলভ ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

ধনসম্পদ ও বনসম্পদ

যখন কোনও বিদেশী আক্রমণকারী ভারত অধিকার করিতে পারে নাই, তখন হইতে ভারতের ধনসম্পদ ভারতের বাহিরের লোকের কাছে লোভনীয়। রাজ্যের ধনসম্পদ রাজকোষেই সকলের দৃষ্টির অগোচরে রক্ষিত হয়। ধনী ব্যবসায়ীদেরও ধনরত্নাদি তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকারে গোপনেই থাকে। সুতরাং ধনসম্পদ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। একজনের ধনসম্পদ অন্যের অনুমানের বস্তু।

ভারতের বনসম্পদ চির গৌরবের। বনজ তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহ পর্য্যন্ত সমস্তই স্বভাবজ। মৃত্তিকার প্রকৃতিদত্ত গুণে ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। আর্য্য ঋষিগণ এই সমস্ত লতা বৃক্ষ পরিশোভিত অরণ্যের মধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া শিষ্যগণকে লইয়া বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির প্রণয়ন, আলোচনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া জগতের মধ্যে ভারতকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া গিয়াছেন।

আজ নৈমিষারণ্য নাই। তবে অরণ্যবহুল ভারত তাহার স্বভাবজ বনসম্পদে সম্পন্ন হইয়াই ছিল। গত দুই শত বর্ষ ইংরাজ জাতির অধীনে থাকিয়া ভারত যে তথাকথিত সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কত অরণ্য নির্ম্মূল হইয়া নগরে পরিণত হইয়াছে। যে সমস্ত বন বনই আছে তাহা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের (বন বিভাগের) আইনের অধীন হইয়া অধীন ভারতের অধীনতা শৃঙ্খলের আর একটি শৃঙ্খল বৃদ্ধি করিয়াছে।

যখন যাহার শাসনাধীনে যে রাজ্য থাকে, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সবই তাহার আয়ত্তাধীন—সে ব্যাপারে কাহারও কোন কথা বলিবার নাই। লক্ষ লক্ষ আফিসের আসবাব ও সরঞ্জামাদি নির্ম্মিত হইয়াছে এই সমস্ত বনসম্পদ দ্বারা। দুই দুইটি মহাযুদ্ধে অনেক আবশ্যকীয় কাষ্ঠাদি সরবরাহ করিয়াছে এই বনসম্পদ। অল্প অল্প করিয়া কমিতে কমিতে সমস্ত সম্পদই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই ভারতের বনসম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—দেশের সযত্ন রক্ষিত আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান আর তত নাই যত ছিল কিছুদিন আগে। কাঠের দর পাইয়া এবং সভ্যতালোকে ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় অর্থের অভাবে অনেকে ফলন্ত বৃক্ষাদি নির্ম্মূল করিয়া বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় কাঠ চালান দেখিলেই অনুমিত হইবে যে মোদের দেশের বৃক্ষাদির সংখ্যা কত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃক্ষ তো দূরের কথা বাঁশের দাম দেখিলেই বোঝা যায় বংশের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বেশী দেরী নাই।

পল্লীগ্রামের মাঠে মাঠে কত অশ্বথ কত বটবৃক্ষ তলে কৃষক ও রাখালগণ মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ছায়া উপভোগ করিত। মাঠের পথের ধারে ধারে হিন্দু গৃহস্থগণের প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষতলে বসিয়া পথিক তাহার পথশ্রম দূর করিত। আজ আর সে সব দেখা যায় কি?

ভারত সরকার ভারতে পূর্ব্বের মত বনসম্পদ, ফলকর ও অন্যান্য বৃক্ষাদি রোপণ জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতেছেন। সরকার হইতেও বনসম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইতেছে। "রাজার বাড়ী হাজার ঢুলি। কেউ বাজায় কেউ ঢোলে কাঠি দিয়াই লাফায়।" আমরা উদ্যম দেখিয়া আর ভরসা করিতে পারি না। ফলাফল দেখিয়া তবে বাহবা দিব।

সপ্তদশ বার্ষিক বনমহোৎসব

গত ২৩শে জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে মহকুমা শাসক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বাগচী, আই-এ-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে সপ্তদশ বার্ষিক বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে একটি স্বর্ণ-চাঁপা চারা রোপণ করেন।

এই অনুষ্ঠানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, সরকারী কর্ম্মচারিগণ এবং রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ যোগদান করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বস্তি-বচন পাঠ করেন, ছাত্রীগণ আবৃত্তি করিয়া ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়া উপস্থিত জনগণকে আনন্দ-দান করেন। সভার সকল কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। সভাশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগ হইতে ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

ভাগীরথীর সেতু খোলা হচ্ছে

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ৩৪নং জাতীয় সড়কে ভাগীরথী নদীর উপরের সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য আগামী ১লা আগষ্ট সোমবার খোলা হবে। এই সেতুটি সমাপ্ত হওয়ায় গঙ্গানদী ছাড়া কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে স্থলপথে চলাচলের জন্য কোনও বাধা থাকল না। এই সেতুটি ফরাক্কা বাঁধ তৈরী হলে যখন জাহাজ চলাচল করবে সেই সময় কাজে আসবে। তাছাড়া এই সেতুটি স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ছাড়াও কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের মধ্যে স্থলপথে পণ্যদ্রব্য ও চা পরিবহনে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

পকেটমার ধৃত

গত ১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলা তরিতরকারীর বাজারে জনৈক পকেটমার বালিঘাটার রেশন-ডিলার শ্রীদেবীদাস চন্দ্র মহাশয়ের পকেট হইতে ৪৮.০০ টাকা তুলে নেয়। অল্পক্ষণ মধ্যে পকেট-মারের নিকট হ'তে টাকাটা উদ্ধার করা হয় এবং পলায়নরত পকেটমারকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়। পকেটমারের বাড়ী কানুপুর গ্রামে।

জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

পরীক্ষার ফল

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৬ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১ জন প্রথম বিভাগে, ৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে ও ১ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে। ফল খুব ভাল হইয়াছে।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে হিউম্যানিটিজ বিভাগে ১৬ জন ও বিজ্ঞান বিভাগে ১৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল। বিজ্ঞান বিভাগ হইতে প্রথম বিভাগে ১ জন (৭০৭ নম্বর পেয়েছে) উভয় বিভাগ হইতে :—

দ্বিতীয় বিভাগে ৫ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ১ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে। ফল ভাল হইয়াছে।

ছাবঘাটী কে, ডি, বিদ্যালয় হইতে হিউম্যানিটিজ বিভাগে ২৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ১২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ৪ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে। বিজ্ঞান বিভাগ হইতে ৬ জন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ২ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ১ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। ফল ভাল হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে এই বৎসর প্রথম উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রগণ পরীক্ষা দিয়াছে। হিউম্যানিটিজ বিভাগ হইতে ৩২ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ১০ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ২ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। বিজ্ঞান বিভাগ হইতে ১৭ জন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৪ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ২ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে।

বনমহোৎসবে—বনের আনন্দ ও মনের আনন্দ

স্বরাজ স্বরাজ ব'লে সব ফাটিয়ে দিতিস্ গলারে,
স্বরাজ পেয়ে গেলেও তোদের যায়নি মনের মলারে।

যেতে অধীন, আসতে অধীন সদাই অধীন তোরা,
অধীন দেশে স্বাধীন ছিলাম পরোয়া করি থোড়া।

সোনার গহনা প'রে মরিস চোর ডাকাতের হাতে,
সোনার ফুলে কি ফল হবে সুবাস নাইকো তাতে।

মানুষে সব ফুল গড়াবে কত তোদের ভুল;
মোদের গহনা বনে যোগায় নিত্য নূতন ফুল।

চাল থাকতে অধীন তোরা ভাত পাবি কেমনে ?
গিন্নি বসে জামা বুনে ভাত রাঁধে বামুনে।

নাচা গাওয়া দেখবি যদি আয় আমাদের কাছে,
আমরা বাজাই মাদল বাঁশী বউ আমাদের নাচে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৬

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৩৯ মনি ডিঃ জনাব আবদুস সালাম বিশ্বাস দেং আইওব আলি বিশ্বাস দাবি ২৮০·০৭ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হবিপুর মধ্যে ৪০৬ শতক জমির জমা ১৩৵৬ মধ্যে ৬৭২̣ শতক জমির জমা ২৶০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আঃ ১০০৲ খং ৭ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৬৪০ শতক জমির জমা ১৮।৴৬ মধ্যে ১০৭ শতক জমির জমা ৩৲ ঐ স্বত্ব আঃ ১০০৲ খং ৪৮ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৪৯৬ শতক জমির জমা ১৩৵৬ মধ্যে ৮৩ শতক জমির জমা ২৵৬ ঐ স্বত্ব আঃ ৭৫৲ খং ৪৭ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ১৪৭ শতক জমির জমা ৯৷৴৫ মধ্যে ২৪ শতকের কাত ১৷০ ঐ স্বত্ব আঃ ২৫৲ খং ৬১ ৫নং লাট মৌজাদি ঐ ১১৯ শতকের কাত ৩৲৬ পাই মধ্যে ২০ শতকের কাত ॥০ আঃ ২০৲ ঐ স্বত্ব খং ২৯ ৭নং লাট মৌজাদি ঐ ১৭৫ শতকের কাত ৪৴২ মধ্যে ২৯ শতকের কাত ॥৶০ ঐ স্বত্ব আঃ ২৫৲ খং ৩২ ৮নং লাট মৌজাদি ঐ ৫৭২ শতকের কাত ১৮৲৩ মধ্যে ৯৬ শতকের কাত ৩৲ ঐ স্বত্ব আঃ ৩০০৲ খং ১৬৬ ৯নং লাট মৌজাদি ঐ ১১৭ শতকের কাত ৩৸৶৪ পাই মধ্যে ২০ শতকের কাত ॥৴০ ঐ স্বত্ব আঃ ২৫৲ খং ৩৮ ১০নং লাট মৌজাদি ঐ ৮১ শঃ কাত ২॥৵০ মধ্যে ১৩২̣ শতক আঃ ২০৲ ঐ স্বত্ব খং ১৩৭ ১১নং লাট মৌজাদি ঐ ৫৪ শতকের কাত ২৴১ মধ্যে ৯ শতক আঃ ২০৲ ঐ স্বত্ব খং ৫০ ১২নং লাট থানা ঐ মৌজে দোনলিয়া মধ্যে ৭৮ শঃ জমির জমা ২।৴১ মধ্যে ১৩ শতকের জমা ।৵০ আঃ ২০৲ ঐ স্বত্ব খং ২২১

১৯৬৫ সালের ডিক্রীজারী

১৯ মনি ডিঃ যোগেন্দ্র মণ্ডল দেং রঘুনাথ ঘোষ দাবি ৫৬·৯৯ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ১·৩৫ শতকের কাত ৫·৪৭ পয়সা আঃ ৮০৲ খং ৬৩

Excise Department.

NOTICE

Applications are invited from the intending candidates for settlement of the following Excise Shops in the district of Murshidabad for the period upto 31st March, 1967. Approximate monthly gross income has been noted against each of the shop.

1. Country Spirit shop at Beldanga under Beldanga P. S.	—Approximate monthly gross income = Rs. 150/-
2. Ganja shop at Beldanga under Beldanga P. S.	—do— Rs. 150/-
3. Country Spirit Shop at Nagar under Khargram P. S.	—Approximate monthly gross income = Rs. 15/-
4. Ganja shop at Nagar under Khargram P. S.	—do— Rs. 66/-
5. Pachwai shop at Tarapur under P. S Burwan.	—do— Rs. 50/-

Persons who desire to be considered for selection as licensees of the said shops should apply in writing in the prescribed form which may be seen at the District Excise Office at Berhampore and all Excise Circle Offices and Subdivisional Headquarters, with a Court Fee Stamp worth seventy five paise to Additional District Magistrate, Murshidabad on or before the 10th August, 1966.

The candidate must possess the following qualifications :—

1. He must be financially solvent to run the shop.
2. He should be in a position to find out a suitable land which should be free from reasonable public objection for establishment of the above shop or shops in the locality.
3. He must be prepared to deposit Advance Security Deposit for the above shops.

Candidates are required to appear before the undersigned for an interview at their own expense at the district Excise Office at Berhampore if and when called for.

The selection will be temporary for a specified period and the undersigned reserves the right for rejection of any application without assigning any reason whatsoever.

Candidates must bring with them all the original certificates and testimonials and other documents in support of their statement as may be recorded in the application, at the time of interview.

Persons who have been convicted by a criminal court of a non-bailable offence or who are in arrears to Government or whose conduct have been found to be unsatisfactory or who have been found guilty of any serious breach of conditions of their licenses are not suitable for selection as licensee.

Sd/- **U. C. Mahato,**

21. 7. 66 for Addl. District Magistrate, Murshidabad.

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

১৯৪০ সালের মোটরযান আইনের ৫৭নং নিয়মের উপনিয়ম (খ) এর সহিত পঠিত ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইনের (১৯৩৯ সালের ৪নং আইন) ৫৭ ধারা অনুযায়ী সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ, পোঃ বহরমপুর, বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে নিম্নলিখিত বাসরুটগুলির প্রত্যেকটিতে (প্রত্যহ উভয়দিকে এক ট্রিপ) একটি করিয়া স্থায়ী পারমিট প্রদানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দরখাস্তসমূহ তাঁহার অফিসে গৃহীত হইয়াছে। রুটের নাম ও প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নরূপ :— (১) রাধার ঘাট—পাঁচগ্রাম, ২০ ; (২) রঘুনাথগঞ্জ—সুতি (নিমতিতা হইয়া), ৫ ; (৩) বাজারশ রেলওয়ে ষ্টেশন—রামনগর-ঘাট, ১৩। দরখাস্তকারীগণের নাম ঠিকানা সহ দরখাস্তসমূহের তালিকা ১৩ই জুলাই, ১৯৬৬ তারিখ হইতে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার অফিসের নোটিশ বোর্ডে পরিদর্শনের জন্য টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আর্জিসমূহ উপরোক্ত সচিব কর্তৃক ২০ আগষ্ট, ১৯৬৬ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। উল্লিখিত দরখাস্তসমূহ এবং আর্জিগুলি (যদি পাওয়া যায়) মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার কর্তৃক ২০ আগষ্ট, ১৯৬৬ তারিখের পরে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের অফিসে ইহার সভায় বিবেচিত হইবে। উক্ত সভার প্রকৃত তারিখ যথাসময়ে জানানো হইবে।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২২শে আগষ্ট, ১৯৬৬

১৯৬৫ সালের ডিক্রীজারী

১৮ অন্য ডিঃ সায়েক সেখ দেং নাবের সেখ দাবি ৪৮'৯৭ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে বেলাইপাড়া ১-৪৩ শতক জমি আঃ ৫০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

= কৃষি সংবাদ =

রোয়া ধান গাছে সাবধানে পরিমাণ মত সেচ দিন

সেচের জল পাওয়া কঠিন, দামও বেশী। সেচের জল যতটুকু না হলে চলবে না কেবল ততটুকুই ব্যবহার করুন। দরকারের বেশী জল সেচ করলে ধানের চারার উপকারের চেয়ে বরং অপকারই হবে। রোয়া ধানের চারার যতটা জল দরকার বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়, আসলে তার চাইতে অনেক কম জলই লাগে।

কীভাবে ধানের ক্ষেতে জলসেচ করলে সুফল পাবেন ঃ

(১) রোয়ার পর সাতদিন পর্যন্ত জমিতে দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি জল ধরে রাখুন।

(২) তারপর জলের পরিমাণ কমিয়ে এক ইঞ্চিতে নামান এবং যে সব ধান অল্পদিনে ওঠে সেগুলির ক্ষেত্রে ৩০ দিন ও আমন ধানের ক্ষেত্রে ৫৫ দিন ঐ এক ইঞ্চি জল বজায় রাখুন।

(৩) তারপর জল বার করে দিন এবং যে সব ধান অল্পদিনে ওঠে সেগুলির ক্ষেত্রে প্রায় ৭ দিন ও আমন ধানের ক্ষেত্রে প্রায় ১০ দিন জমিকে শুকনো রাখুন।

(৪) শীষ ওঠার প্রায় ২১ দিন আগে ক্ষেতে সেচ দিন এবং শীষ ওঠার পর ২৫ দিন পর্যন্ত ক্ষেতে দুই ইঞ্চি জল রাখুন।

(৫) তারপর জল বার করে দিয়ে জমিকে শুকনো রাখুন।

ডবলু. বি. (আই. অ্যাণ্ড. পি. আর) এ. ডি. এফ. পি. সি. (সি. ১৮) ১২৬৫১ (৭৩)/৬৬

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৬

১৯৬৫ সালের ডিক্রীজারী

১০ মনি ডিঃ শৈলবালা দাসী দিং দেং জঙ্গল মাল দাবি ২৭'৪০ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ৪৩ শতক জমি খং ২৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৯৬৬ সালের ডিক্রীজারী

৮ মনি ডিঃ রঘুনাথ মণ্ডল দেং কালাচাঁদ হালদার দাবি ৫৭৩'৭৩ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৬ৄ শতকের কাত ৪১ পয়সা আঃ ১০০৲

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে হিউম্যানিটিজ বিভাগে ১৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ৪ জন ২য় বিভাগে, ৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ১ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে। বিজ্ঞান বিভাগে ৯ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ৫ জন ২য় বিভাগে, ১ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ২ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছে। ফল ভাল হইয়াছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—*শ্রীননীগোপাল সেন*, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)